শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

সূচিপত্র

১ম স্কন্ধ ৮ম অধ্যায় – কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা

কুন্তীদেবীর প্রার্থনা (১.৮.১৮-৪৩)
১৮-২০ - ভগবানের দর্শন
২১ -২৫ - আমি ভাগ্যবতী
২৬-২৮ - ভগবানকে জানার যোগ্যতা
২৯-৩১ - ভগবানের স্বরূপ অচিন্ত্য/বিভ্রান্তিকর
৩২-৩৬ - ভগবানের অবির্ভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ
৩৭-৪৩ - আরও অধিক সঙ্গের জন্য প্রার্থনা
১৮ - সকলের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত হয়েও আদি পুরুষ ও জড়াতীত ভগবান সকলের অলক্ষ্য
১৯ - অজ্ঞ ব্যক্তিরা অভিনেতার সাজে সজ্জিত শিল্পীর ন্যায় ভগবৎ-দর্শনেও অক্ষম
২০ - ভগবানের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য
২১ - শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম
২২ – ভগবানের পদ্মসদৃশ দেহ-সৌষ্ঠব
২৩ – ভগবান কর্তৃক ভক্তরক্ষা
২৪ – পাণ্ডবদের বিপদের তালিকা
২৫ – ভগবৎ-স্মরণার্থে ভক্ত কর্তৃক পুনঃ পুনঃ বিপদ প্রার্থনা
২৬ - ভগবৎ-প্রাপ্তির যোগ্যতা (অকিঞ্চনত্ব) ও অন্তরায়-চতুঃষ্টয় (জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত, শ্রী)
২৭ – অকিঞ্চন ভক্ত ও অন্যান্যদের সাথে ভগবানের বিনিময়
২৮ –জীবের মধ্যে পরস্পর কলহের কারণ জীব নিজেই, সম গুণ সম্পন্ন ভগবান নন
২৯ – নিরপেক্ষ ভগবানের বিভ্রান্তিকর লীলা
৩০ – ভগবানে বিরোধাত্মক বৈশিষ্ট্যাবলী
৩১ – স্বয়ং ভয়েরও ভয়স্বরূপ ভগবানের ভীতি
৩২ – পুণ্যবান রাজাদের কীর্তি বর্ধনার্থে ও প্রিয়ভক্ত যদুর আনন্দ বিধানার্থে
৩৩ – বসুদেব-দেবকীর প্রার্থনায় ও অসুর সংহারার্থে ভগবৎ-আবির্ভাব
৩৪ – ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভূভার হরণার্থে ভগবৎ-আবির্ভাব
৩৫ – বদ্ধজীবের উদ্ধারের জন্য ভক্তিযোগ পুনঃপ্রবর্তনার্থে
৩৬ – জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ নিবৃত্তকারী ভগবৎ-পাদপদ্ম দর্শনের যোগ্যতা
৩৭ – শত্রু-সংকুল পরিস্থিতিতে পরিত্যাগ না করতে ভগবানকে অনুনয়
৩৮ – ভগবাৎ-অদর্শনে অসহায় জীব
৩৯ – ভগবৎ-পাদপদ্মের চিহ্নাঙ্কিত রাজ্য
৪০ – ভগবানের শুভ দৃষ্টিপাতের ফল - সমৃদ্ধ জনপদ
৪১ – স্বজন-স্নেহ ছিন্ন করার প্রার্থনা
৪২ – ভগবানে নিরন্তর আকৃষ্ট একনিষ্ঠ মতি
৪৩ – শ্রীকৃষ্ণ স্তুতির সারমর্ম

❁ **অধ্যায় কথাসার** – এই অষ্টম অধ্যায়ে পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্র হতে পাণ্ডবদের ও গর্ভস্থিত পরীক্ষিতের রক্ষাবিধান করে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকুন্তিদেবী কর্তৃক স্তুত হলেন, তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শোক বর্ণিত হয়েছে।

(সারার্থ দর্শিনী)

১-৪ - শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পাণ্ডবদেরকে সান্ত্বনা প্রদান

১.৮.১ – দ্রৌপদী সহ পাণ্ডবদের গঙ্গাতীরে গমন –

সূত গোস্বামী বললেন, তারপর পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করার মানসে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীসহ গঙ্গাতীরে গমন করলেন। মহিলারা অগ্রভাগে যাচ্ছিলেন।

❁ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপ্ত"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গঙ্গাজল অর্পণ এবং গঙ্গাস্নান আজও হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে।

১.৮.২ – গঙ্গাজল অর্পণ ও গঙ্গার পবিত্রতা –

তাঁদের জন্য বিলাপ করে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে গঙ্গাজল অর্পণ করলেন এবং গঙ্গায় স্নান করলেন, কেননা সেই জল পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা মিশ্রিত হয়ে পবিত্রতা লাভ করেছে।

১.৮.৩ – উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ –

সেখানে কৌরব-নৃপতি মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর অনুজ ভ্রাতৃবর্গ এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও দ্রৌপদীসহ শোকাভিভূত হয়ে বসেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেখানে ছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল একই পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে।

১.৮.৪ – শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত মুনিগণের দ্বারা শোকাভিভূত সকলকেই সান্ত্বনা প্রদান –

সর্বশক্তিমানের দুর্বার বিধি-নিয়মাদি এবং জীবের উপরে সেগুলির প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত মুনিগণ আর্ত ও শোকাভিভূত সকলকেই সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ধর্ম কি ? – ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত বিধি-নিয়ম।[1] এটি জীবের দ্বারা সৃষ্ট নয়।
- সদ্ধর্ম কি ? – ভগবানের নির্দেশ পালন করা।
- ভগবানের নির্দেশ কোথায় পাব ? – শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তা স্পষ্টভাবে বিঘোষিত হয়েছে।
- মুক্তি কি ? – জাগতিক জীবনের ধারনা ত্যাগ করে চিন্ময়স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া।
- মানব জীবনের উদ্দেশ্য – এই চিন্ময় মুক্তি লাভের জন্য যোগ্যতা অর্জন করা।
- জীবের দুর্ভাগ্য – মায়ার মোহময়ী প্রভাবে তারা ক্ষণস্থায়ী এই জীবনকে শাশ্বত অস্তিত্ব বলে বরণ করে। এবং তার ফলে তথাকথিত দেশ, গৃহ, ভূমি, সন্তান-সন্ততি, পত্নী, সমাজ, সম্পত্তি ইত্যাদির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।
- এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ? – দিব্যজ্ঞানের অনুশীলন।
- দিব্যজ্ঞান লাভের উপায় কি ? – ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাব।

৫-১৭ - মাতৃগর্ভে পরীক্ষিত মহারাজকে শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষা

১.৮.৫ – ভগবৎ-কৃপায় অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার ও অপহরণকারী দুর্যোধন-বাহিনীর বধ –

ধূর্ত দুর্যোধন এবং তার দলবল অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কপটতাপূর্বক অপহরণ করেছিল। পরমেশ্বরের কৃপায় তার পুনরুদ্ধার কার্য সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং দুর্যোধনের সাথে যে সমস্ত অসৎ রাজারা যোগ দিয়েছিল, তাদেরও পরমেশ্বর বধ করেছিলেন। রাণী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করার ফলে যাদের আয়ু ক্ষয় হয়েছিল, তাদেরও মৃত্যু হয়েছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – "বৈদিক সমাজে রক্ষিত ব্যক্তিগণ"

কলিযুগের আবির্ভাবের পূর্বে গৌরবময় দিনগুলিতে সমাজে ব্রাহ্মণ, গাভী, স্ত্রী, শিশু এবং বৃদ্ধদের যথাযথভাবে রক্ষা করা হত –

রক্ষিত	ফল
ব্রাহ্মণ	বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থা (আধ্যাত্মিক জীবন লাভের সবচাইতে বিজ্ঞানসম্মত সংস্কৃতি) রক্ষিত হয়।
গাভী	অলৌকিক খাদ্য দুধ পাওয়া যায়। এটি মনুষ্য জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্যসমূহ অবগত হবার জন্য মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কোষসমূহ সংরক্ষণ করে।
স্ত্রী	সমাজের পবিত্রতা সংরক্ষিত হয়। যার ফলে সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি, এবং জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য সুসন্তান লাভ হয়।
শিশু	জড় জগতের বন্ধন থেকে বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য মনুষ্য জীবনকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করা হয়।
বৃদ্ধ	তাদের মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠতর জীবন লাভের যথাযথ সুযোগ দেওয়া হয়।

- এই পূর্ণতর দৃষ্টিভঙ্গি মানব জীবনকে সার্থক করার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ।
- উপরোক্ত নিরীহ ব্যক্তিদের হত্যা করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ, এমনকি তাঁদের যদি অপমানও করা হয়, তাহলেও মানুষের আয়ুক্ষয় হয়।
- উদাহরণ – দ্রৌপদীকে অপমান করার দুঃশাসনের অকাল মৃত্যু।

১.৮.৬ – ভগবান কর্তৃক ভক্তের যশরাশি সর্বদিকে বিস্তার –

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তত্ত্বাবধানে তিনটি সুসম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়েছিলেন, এবং তার মাধ্যমেই শত যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্রের মতো যুধিষ্ঠির মহারাজের ধর্ম-খ্যাতি সর্বদিকে মহিমান্বিত করে তুলতে প্রণোদিত করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ইন্দ্র – শত অশ্বমেধ যজ্ঞ।
- যুধিষ্ঠির – কেবল তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ।
- কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যশ কোন অংশেই ইন্দ্রের থেকে কম ছিল না। কারণ, তিনি ছিলেন ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত।

*অনুতথ্য – [1] ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবদপ্রণীতং ... ভাগবত ৬.৩.১৯

- **ভগবান কি পক্ষপাত-দুষ্ট ?** – ভগবান সকলের প্রতিই সমদর্শী। কিন্তু ভক্ত অধিকভাবে মহিমান্বিত হন, কারণ তিনি সর্বদাই শ্রেষ্ঠতমের সাথে যুক্ত। যারা সম্পূর্ণভাবে শরণাগত ভক্ত তাঁরা ভগবানের পূর্ণ কৃপা লাভ করেন, যদিও তা সর্বত্রই সমভাবে বিতরিত হয়ে থাকে।[2]
- **দৃষ্টান্ত** – সূর্যকিরণের বিতরণ সর্বত্র সমানভাবে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কতগুলি স্থান সর্বদাই অন্ধকার থাকে। তা সূর্যের জন্য হয় না, পক্ষান্তরে গ্রহণ করার ক্ষমতার ফলেই হয়ে থাকে।

১.৮.৭ – ভক্ত ও ভগবানের পরস্পরকে পূজা-প্রতিপূজা –

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেবপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূজিত হয়ে তিনি সাত্যকি ও উদ্ধবসহ পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে ভগবানও তাঁদের প্রতি পূজা করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সমাজের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে সম্মান লাভ করেও শ্রীকৃষ্ণ চতুরাশ্রম প্রথা লঙ্ঘন না করে তাঁদের প্রত্যাভিবাদন করেছিলেন। তিনি তা করেছিলেন যাতে ভবিষ্যতে অন্যেরা তাঁকে অনুসরণ করে।

১.৮.৮ – গমনোদ্যত ভগবানের দিকে ভয়ব্যাকুলা- উত্তরার আগমন –

যে মুহূর্তে তিনি রথে আরোহণ করে গমনোদ্যত হয়েছেন, সেই সময় তিনি দেখলেন যে উত্তরা ভয়ে ব্যাকুলা হয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে আসছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান সকলকে রক্ষা করেন, কিন্তু যখন কেউ তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন তখন তিনি তাঁকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন।
- **দৃষ্টান্ত** – পিতা তার উপর নির্ভরশীল তার সবচাইতে ছোট ছেলেটির প্রতি অধিক স্নেহশীল।

১.৮.৯ – আপনিই একমাত্র অভয়প্রদ আশ্রয় –

উত্তরা বললেন, হে দেবতাদের দেবতা, হে জগদীশ্বর, হে মহাযোগী ! আমাকে রক্ষা করুন; কারণ দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত এই জগতে আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –
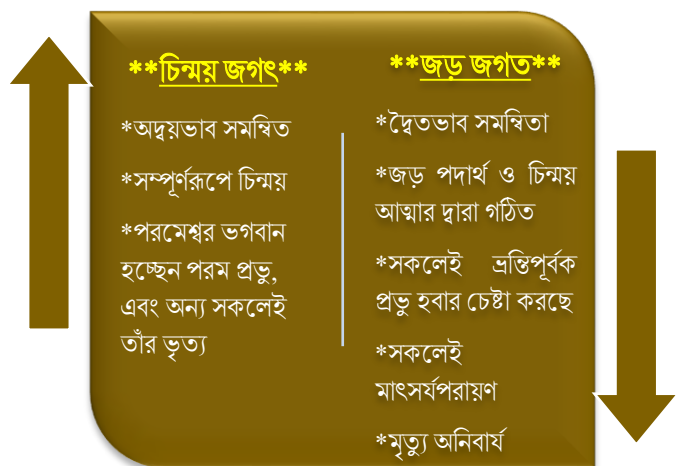
- পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত কেউই এই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে পারে না।

১.৮.১০ – নিজের দিকে দ্রুতবেগে আগত লৌহবাণ থেকে স্বীয় গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষার জন্য উত্তরার প্রার্থনা –

হে পরমেশ্বর, আপনি সর্বশক্তিমান। একটি জ্বলন্ত লৌহবাণ আমার প্রতি দ্রুতগতিতে ধাবিত হচ্ছে। হে নাথ, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে এটি আমাকে দগ্ধ করুক, কিন্তু এটি যেন আমার গর্ভস্থ সন্তানটিকে দগ্ধ না করে। হে পরমেশ্বর, আমাকে এই কৃপা করুন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মাতার এক মহান দায়িত্ব হচ্ছে শিশু সন্তানকে রক্ষা করা।

১.৮.১১ – শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অশ্বত্থামার দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে অবগতি লাভ –

সূত গোস্বামী বললেন, তাঁর কথা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করে ভক্তবৎসল পরমেশ্বর ভগবান তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডব বংশের শেষ বংশধরটিকে বিনষ্ট করার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যার প্রয়াস"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান চেয়েছিলেন পাণ্ডবেরাই যেন পৃথিবী শাসন করে, কারণ তাঁরা ছিল ভক্ত পরিবার।
- পৃথিবী আদর্শ ভক্ত পরিবার পাণ্ডববিহীন হয়ে যাক্, তা তিনি চাননি।

১.৮.১২ – পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিজ নিজ অস্ত্র গ্রহণ –

হে মুনিশ্রেষ্ঠ (শৌনক), পাণ্ডবেরা তখন জ্বলন্ত ব্রহ্মাস্ত্র তাঁদের অভিমুখে আসতে দেখে তাঁদের পাঁচটি নিজ নিজ অস্ত্র তুলে নিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ব্রহ্মাস্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রের থেকেও অধিক সূক্ষ্ম।
- পারমাণবিক অস্ত্রের পার্থক্য নিরূপন করার ক্ষমতা নেই।
- ব্রহ্মাস্ত্র প্রথমে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে এবং নিরীহ ব্যক্তিদের অনিষ্ট সাধন না করে সেই উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়।
- **সারার্থ দর্শিনী** - পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি পাঁচটি ব্রহ্মাস্ত্র ও গর্ভস্থ পরীক্ষিতের প্রতি আরেকটি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

১.৮.১৩ – ভক্ত-রক্ষার্থে ভগবানের সুদর্শন চক্র ধারণ –

সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত অনন্য ভক্তদের মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তখন তিনি তাদের রক্ষা করার জন্য আপন অস্ত্র সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন।[3]

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।
- ভগবান ভক্তবৎসল নামে পরিচিত, এবং তাই তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করার জাগতিক নীতিবোধের থেকে তাঁর ভক্তবাৎসল্যকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন।

১.৮.১৪ – যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যোগমায়ার দ্বারা উত্তরার গর্ভ আবৃতকরণ –

পরম যোগ রহস্যের নিয়ন্তা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই কুরুবংশ রক্ষা করার জন্য তাঁর যোগমায়ার দ্বারা তিনি উত্তরার গর্ভ আবৃত করলেন।

---

[2] ভগবান পক্ষপাতহীনভাবে পক্ষপাতপূর্ণ।

[3] শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহতকরন ভাগবত ১.১২.৭-১১ শ্লোকসমষ্টিতে আরও অধিক বর্ণিত হয়েছে।

❁ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীকৃষ্ণ গর্ভমধ্যে মৃত্যুর কবল থেকে পরীক্ষিতকে রক্ষা করলেন"

📖 ১.৮.১৫ – শ্রীবিষ্ণুর তেজ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়ে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যর্থতা –

হে শৌনক, যদিও অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র ছিল অব্যর্থ এবং অনিবার্য, তথাপি শ্রীবিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) তেজের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় এবং ব্যর্থ হল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মজ্যোতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর আশ্রিত।[4] পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ব্রহ্মতেজ নামক জ্যোতি ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা ছাড়া আর কিছু নয়।
- দৃষ্টান্ত – ঠিক যেমন সূর্যকিরণ হচ্ছে সূর্যমণ্ডলের রশ্মিচ্ছটা।

📖 ১.৮.১৬ – পরম-আশ্চর্যময় ভগবান অচ্যুতের এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রশমনকার্য বিশেষ বিস্ময়কর বলে মনে করা অনুচিত –

হে ব্রাহ্মণগণ, যে আশ্চর্যময় ও অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা এই জড় জগতের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন, এবং যিনি প্রাকৃত জন্মরহিত, তাঁর পক্ষে এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রশমন-কার্য বিশেষ বিস্ময়কর বলে মনে করবেন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের কার্যকলাপ সর্বদাই জীবের কাছে অচিন্ত্য।
- তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ কিন্তু অন্য সকল যথা নারায়ণ, ব্রহ্মা, শিব, দেবতাগণ এবং অন্য সমস্ত জীব, বিভিন্ন মাত্রায় তাঁর পূর্ণতার কেবল কিঞ্চিৎ অংশের অধিকারী।

📖 ১.৮.১৭ –পঞ্চপুত্র এবং দ্রৌপদীসহ সাধ্বী কুন্তী কর্তৃক একযোগে শ্রীকৃষ্ণের স্তব –

এইভাবে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণভক্ত সাধ্বী কুন্তী তাঁর পঞ্চপুত্র এবং দ্রৌপদীসহ একযোগে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার অভিমুখে গমনোদ্যত হলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভক্ত স্বভাব – পাণ্ডব পরিবারের মধ্যে সর্বদা পরিলক্ষিত বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের জন্যও অন্য কোন জীব অথবা দেবতার মুখাপেক্ষী হন না।
- ভগবানের স্বভাব – তিনি ভক্তের নির্ভরতার প্রতিদান দেন।

১৮-৪৪ - কুন্তীদেবীর প্রার্থনা

১৮-২০ - ভগবানের দর্শন

📖 ১.৮.১৮ – সকলের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত হয়েও আদি পুরুষ ও জড়াতীত ভগবান সকলের অলক্ষ্য –

শ্রীমতী কুন্তীদেবী বললেন, হে কৃষ্ণ, আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কারণ তুমি আদি পুরুষ এবং জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। তুমি সকলের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, তথাপি তোমাকে কেউ দেখতে পায় না।

❁ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কুন্তীদেবীর প্রার্থনা"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- নমস্যে – শ্রীমতি কুন্তীদেবী ভালভাবেই জানতেন যে যদিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে লীলাবিলাস করছেন, তথাপি তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।
- পুরুষম্ ত্বাদ্যম্ – এই প্রকার জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত রমণী কখনো তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রণাম করে ভুল করতে পারেন না। তাই, তিনি তাঁকে প্রকৃতির অতীত আদি পুরুষ বলে সম্বোধন করেছেন। জীব যদিও প্রকৃতির অতীত কিন্তু তারা আদি পুরুষ বা অচ্যুত নয়।
  - ভগবান প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পতিত হতে পারে, কিন্তু ভগবান কখনই তেমন নন। তাই তাঁকে জীবের মধ্যে প্রধান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। (নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্)
- ঈশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্ – জীব অথবা চন্দ্র, সূর্য আদি দেবতারাও কিছু পরিমাণে ঈশ্বর, কিন্তু তাঁদের কেউই পরমেশ্বর বা পরম নিয়ন্তা নন। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর বা পরমাত্মা।
- অলক্ষ্যং সর্ব ভূতানাং অন্তর্বহিরবস্থিতিম্ – তিনি অন্তরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই বিরাজমান, কিন্তু তথাপি তিনি অদৃশ্য।
  - ❋ তিনি সর্বব্যাপ্ত না একস্থানে স্থিত, সে কথা ভেবে কুন্তীদেবী নিজেও বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি উভয়ই, কিন্তু যারা তাঁর শরণাগত নয় তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করার অধিকার তিনি বজায় রাখেন। তাঁকে আচ্ছাদনকারী এই যবনিকাকে মায়াশক্তি বলে।

[সূত্রঃ মায়াশক্তি বিদ্রোহী আত্মাদের সীমিত দৃষ্টিশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তা নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশ্লেষনকরা হয়েছে।]

📖 ১.৮.১৯ – অজ্ঞ ব্যক্তিরা অভিনেতার সাজে সজ্জিত শিল্পীর ন্যায় ভগবৎ-দর্শনেও অক্ষম –

তুমি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত, তুমি মায়ারূপা যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত, অব্যক্ত ও অচ্যুত। মূঢ়দ্রষ্টা যেমন অভিনেতার সাজে সজ্জিত শিল্পীকে দেখে সাধারণত চিনতে পারে না, তেমনই অজ্ঞ ব্যক্তিরা তোমাকে দেখতে পায় না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মূর্খ মানুষ হচ্ছে তারা যারা ভগবানের প্রভুত্বের অস্বীকার করে।
- তাঁর দুটি কারণ –
  - ❋ তাদের জ্ঞানের অভাব,
  - ❋ তাদের পূর্বকৃত ও বর্তমান কর্মের ফলস্বরূপ অদম্য জেদ।
- আরেকটি অসুবিধা –
  - ❋ তারা তাদের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের উপর অধিক নির্ভরশীল। তাই তারা কখনো অধোক্ষজ ভগবানকে (যিনি ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অতীত) জানতে পারে না।
- আমরা সবকিছু দেখার দাবি করি, কিন্তু আমাদের দর্শন কিছু জাগতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত।
- তাই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এই মন্দির, মসজিদ, গির্জার অবশ্য প্রয়োজন, যাতে তারা ভগবানকে জানতে পারে এবং এই সমস্ত পবিত্র স্থানে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে শ্রবণ করতে পারে। তাদের জন্য পারমার্থিক জীবনের শুরুতে এটি অত্যন্ত আবশ্যক।

[4] ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং ... গীতা ১৪.২৭।

১.৮.২০ – ভগবানের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য –

পরমার্থের পথে উন্নত পরমহংসদের, মুনিদের এবং জড় ও চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে যাঁদের অন্তর নির্মল হয়েছে, তাঁদের অন্তরে অপ্রাকৃত ভক্তিযোগ-বিজ্ঞান বিকশিত করার জন্য তুমি স্বয়ং অবতরণ কর। তাহলে আমার মতো স্ত্রীলোকেরা কিভাবে তোমাকে সম্যকরূপে জানতে পারবে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানকে জানার ব্যর্থ উপায় – [5]
  - মহান বিদ্যা
  - সর্বশ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের দ্বারা দার্শনিক চিন্তা
- ভগবানকে জানার একমাত্র উপায় –
  - ভগবানের কৃপা
- স্ত্রীলোকেরা সরল ও ঐকান্তিক চিত্তপরায়ণা।
- ভগবানের প্রতি এই সরল বিশ্বাস নিষ্ঠারহিত লোক দেখানো ধর্মপরায়ণতা থেকে অনেক বেশি কার্যকরী।

২১ -২৫ - আমি ভাগ্যবতী

১.৮.২১ – শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম –

বসুদেবতনয়, দেবকীনন্দন, গোপরাজ নন্দের পুত্র এবং গাভী ও ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দদাতা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি বার বার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতারে অধিক সহজলভ্য। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের থেকেও অধিক কৃপালু।
- ব্রজলীলার শ্রেষ্ঠত্ব – শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকা লীলার থেকে ব্রজভূমিতে বাল্যলীলা অধিক আকর্ষণীয় । তা ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত চিন্তামণিধাম স্বরূপ মূল কৃষ্ণলোকে আনুষ্ঠিত তাঁর নিত্যলীলার প্রতিরূপ। [6]
- ব্রহ্মণ্য-সংস্কৃতি এবং গো-রক্ষার – গোবিন্দরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ও গাভীদের প্রতি অধিক অনুরক্ত। এর মাধ্যমে এটিই সূচিত হয় যে মানুষের সমৃদ্ধি এই দুটি বিষয়ের উপর অর্থাৎ ব্রহ্মণ্য-সংস্কৃতি এবং গো-রক্ষার নির্ভর করে।

১.৮.২২ – ভগবানের পদ্মসদৃশ দেহ-সৌষ্ঠব –

হে পরমেশ্বর, তোমার উদর-কেন্দ্রের নাভিদেশ পদ্মসদৃশ আবর্তে চিহ্নিত, গলদেশে পদ্মের মালা নিয়ত শোভিত, তোমার দৃষ্টিপাত পদ্মের মতো স্নিগ্ধ এবং পাদদ্বয় পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত, তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পরমেশ্বর ভগবানের শরীরে কতগুলি বিশেষ চিহ্ন রয়েছে যা তাঁর দিব্য দেহ থেকে সাধারণ মানুষের দেহের পার্থক্য নির্ণয় করে।
- স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজবন্ধু বা উচ্চবর্ণের অযোগ্য বংশধর, এরা বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের চিন্ময় নাম, যশ, লক্ষণ, রূপ ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার অযোগ্য। কিন্তু তারা ভগবানের অর্চা বিগ্রহের দর্শন করতে পারেন। আর সেজন্যই ভগবান অবতীর্ণ হন।
- যারা শূদ্র বা স্ত্রী বা তার থেকেও নিম্নস্তরে, তাদের এমন ভান করা উচিত নয় যে তারা মন্দিরে ভগবানের পূজা করার স্তর অতিক্রম করেছেন।
- পঙ্কজনাভি – গর্ভোদশায়ীরূপে ভগবানের প্রতেকটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ → তাঁর অপ্রাকৃত নাভি থেকে পদ্ম উত্থিত হয় → সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়।
- পঙ্কজমালিনে – ভগবান প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান যথা মন, কাঠ, মাটি, ধাতু, রত্ন, রঙ, বালুকাপৃষ্টে অঙ্কিত চিত্র ইত্যাদির দ্বারা প্রকাশিত অর্চা বিগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেন। এই সমস্ত রূপ সর্বদা পদ্মফুলের মালায় ভূষিত থাকে।
- ভগবানের দর্শনের প্রণালী – শ্রীপাদপদ্ম → জানুদেশ → কটিদেশ → বক্ষদেশ → মুখমণ্ডল।

১.৮.২৩ – ভগবান কর্তৃক ভক্তরক্ষা –

হে হৃষীকেশ, সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ও সর্বেশ্বরেশ্বর, তোমার জননী দেবকীকে ঈর্ষাপরায়ণ কংস দীর্ঘকাল যাবৎ কারারুদ্ধ করে রাখাতে তিনি শোকে অভিভূত হলে তুমি তাঁকে কারামুক্ত করেছিলে, তেমনই তুমি আমাকে এবং আমার পুত্রদের বারে বারে বিপদরাশি থেকে মুক্ত করেছ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কৃষ্ণ দেবকীর পুত্রদের রক্ষা করেননি (তাঁর পতি বসুদেব জীবিত ছিলেন)
- কৃষ্ণ কুন্তীর পুত্রদের রক্ষা করেছিলেন (তাঁর পতি পাণ্ডু জীবিত ছিলেন না)
- সিদ্ধান্ত – যারা অধিক বিপদগ্রস্থ কৃষ্ণ তাদের অধিক অনুগ্রহ করেন। কখনো কখনো তিনি শুদ্ধ ভক্তদের এরকম বিপদে ফেলে দেন যাতা তাঁরা ভগবানের প্রতি আরও অধিক অনুরক্ত হন। ভক্ত ভগবানের প্রতি যত অধিক অনুরক্ত হন, তাঁর সাফল্যও তত বেশি।

১.৮.২৪ – পাণ্ডবদের বিপদের তালিকা –

হে কৃষ্ণ, পরমেশ্বর শ্রীহরি ! বিষ, মহা অগ্নি, নরখাদক রাক্ষস, পাপচক্রান্তময় সভা, বনবাসের দুঃখ-কষ্ট থেকে, এবং যুদ্ধে বহু মহারথীর প্রাণঘাতী অস্ত্রসমূহ থেকে তুমি আমাদের পরিত্রাণ করেছ। আর এখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করলে।

১.৮.২৫ – ভগবৎ-স্মরণার্থে ভক্ত কর্তৃক পুনঃ পুনঃ বিপদ প্রার্থনা –

হে, জগদীশ্বর, আমি কামনা করি যেন সেই সমস্ত সঙ্কট বারে বারে উপস্থিত হয়, যাতে বারে বারে আমরা তোমাকে দর্শন করতে পারি। কারণ তোমাকে দর্শন করলেই আমাদের আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে না বা এই সংসার চক্র দর্শন করতে হবে না।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "কেন ভগবদ্ভক্তগণ দুঃখদুর্দশাকে স্বাগত জানান"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বিপদ → ভগবানের পাদপদ্মের শরণ → মুক্তি লাভ।
- অতএব, ভক্তরা তথাকথিত বিপদকে স্বাগত জানান।
- ভাগবতঃ ১০.১৪.৫৮ - সমাশ্রিতা যে পদপল্লব প্লবং মহৎ পদম পূণ্য যশো মুরারেঃ ......[7]
- গীতায় ভগবান এই জড়জগতকে চরম দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ স্থান বলে বর্ণনা করেছেন। [8]
- চিন্ময় আত্মা সবরকম দুঃখ-দুর্দশার অতীত, তাই তথাকথিত দুঃখ-দুর্দশাকেও বলা হয় মিথ্যা। তা একটি স্বপ্নের মত।

---

[5] নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ...কঠ উপনিষদ ১.২.২৩

[6] চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ ... ব্রহ্মসংহিতা ৫.২৯

[7] শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন।

[8] গীতা ৮.১৫ মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ং অশাশ্বতম্ ...

- দৃষ্টান্ত – স্বপ্নে বাঘের দ্বারা আক্রমণ।
- নববিধা ভক্ত্যাঙ্গের যে কোন একটি অঙ্গের সাথে যুক্ত হওয়া ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে সর্বদাই এক অগ্রগামী পদক্ষেপ।

২৬-২৮ - ভগবানকে জানার যোগ্যতা

সূত্রঃ আর এই জগতে সম্পদই বিপদ।

১.৮.২৬ – ভগবৎ-প্রাপ্তির যোগ্যতা (অকিঞ্চনত্ব) ও অন্তরায়-চতুঃষ্টয় (জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত, শ্রী) –

হে পরমেশ্বর, যারা জড় আসক্তিশূন্য হয়েছে, তুমি সহজেই তাদের গোচরীভূত হও। আর যে ব্যক্তি জড়জাগতিক প্রগতিপন্থী এবং সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্য, উচ্চ শিক্ষা, দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে আপন উন্নতি লাভে সচেষ্ট, সে ঐকান্তিক ভাব সহকারে তোমার কাছে আসতে পারে না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পার্থিব অস্থায়ী ধন লাভে মানুষ গর্বস্ফীত হয়ে মত্ত হয়। তাই তারা ঐকান্তিকভাবে 'হে গোবিন্দ', 'হে কৃষ্ণ' বলে তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে অসমর্থ হয়ে ওঠে।[9]
- ভগবানের দিব্য নামের শক্তি – একবার নাম উচ্চারণ করলে এত পাপ দূর হয় যে পাপী তত পাপ করতেই পারে না। এটি মোটেই অত্যুক্তি নয়।
- কীর্তনের বিশেষ যোগ্যতা – অন্তরের ভাব বা অনুভূতির মাত্রার উপর তা নির্ভরশীল।
  - একজন অসহায় ব্যক্তি যতখানি গভীর অনুভূতি সহকারে নাম গ্রহণ করতে পারে, জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে পরিতৃপ্ত ব্যক্তি ততটা ঐকান্তিকতা সহকারে সেই নাম গ্রহণ করতে পারে না।
- অহঙ্কারে মত্ত ব্যক্তি কখনো কখনো ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে পারে কিন্তু তা উৎকর্ষতা সহকারে করতে পারে না।

১.৮.২৭ – অকিঞ্চন ভক্ত ও অন্যান্যদের সাথে ভগবানের বিনিময় –

জড় বিষয়ে যারা সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব, তুমি সেই অকিঞ্চনগণের সম্পদ। তুমি প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অতীত। তুমি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, এবং তাই তুমি সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা রহিত হয়ে প্রশান্ত এবং মুক্তি দানে সমর্থ। আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- জীব অধিক মূল্যবান কিছু প্রাপ্তির আশায় নিকৃষ্ট বস্তু ত্যাগ করে।
  - বিদ্যার্থী শিক্ষালাভের আশায় শিশুসুলভ চপলতা ত্যাগ করে।
  - ভৃত্য ভাল চাকরীর আশায় তাঁর চাকরী ত্যাগ করে।
  - তেমনই একজন ভক্ত আধ্যাত্মিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রকৃত লাভের জন্যই এই জড় জগত ত্যাগ করেন।
    - উদাহরণ – শ্রীল রূপ-সনাতন, রঘুনাথ দাস গোস্বামী
- ভক্তেরা সাধারণত অকিঞ্চন, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের এক অত্যন্ত গুপ্ত কোষাগার আছে।[10]
  - সনাতন গোস্বামীর পরশমণির কাহিনী।
- যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুকে ভগবানের সাথে সম্পর্কিত না দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্ময় এবং জড়ের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করা উচিত।

- অনর্থ – জড় দৃষ্টিভঙ্গি অথবা জড় সভ্যতার উন্নতি পারমার্থিক প্রগতির পথে মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। একে বলা হয় অনর্থ, অর্থাৎ যে বস্তুর কোন প্রয়োজন নেই।
  - কুড়ি টাকা মূল্যের লিপ্‌স্টিক
  - চন্দ্রে যাওয়ার প্রচেষ্টা
- নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে – জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার লালসাই ভবরোগের কারণ। এই লালসার উদয় হয় প্রকৃতির তিনটি গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ায় ফলে। কিন্তু ভগবান অথবা তাঁর ভক্ত কখনো এই প্রকার ভোগের প্রতি আসক্ত হন না। তাই ভগবান ও তাঁর ভক্তদেরকে বলে হয় নিবৃত্ত-গুণ-বৃত্তি।
- ভগবানই প্রকৃত আত্মারাম।

১.৮.২৮ –জীবের মধ্যে পরস্পর কলহের কারণ জীব নিজেই, সম গুণ সম্পন্ন ভগবান নন –

হে পরমেশ্বর, আমি মনে করি যে তুমি নিত্যকালস্বরূপ, পরম নিয়ন্তা, আদি এবং অন্তহীন এবং সর্বব্যাপ্ত। তুমি সমভাবে সকলের প্রতি তোমার করুণা বিতরণ কর। পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের ফলে জীবের মধ্যে কলহ হয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের পরমাত্মা প্রকাশের আরেকটি নাম কাল।
- জীবের দুঃখ ভোগের কারণ – স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার।
- ভগবানের ভক্তরা কখনো এই স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করেন না। তাই তাঁরাই ভগবানের সুসন্তান।
- বদ্ধ জীবের সুখ-দুঃখ কালের দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। তাই কেউই ভগবানের শত্রু বা বন্ধু নয়।
- ভগবানের তত্ত্বাবধানে সকলেই তাঁর নিজের ভাগ্য নিজে রচনা করে।

২৯-৩১ - ভগবানের স্বরূপ অচিন্ত্য / বিভ্রান্তিকর

১.৮.২৯ – নিরপেক্ষ ভগবানের বিভ্রান্তিকর লীলা –

হে পরমেশ্বর, তোমার অপ্রাকৃত লীলা কেউই বুঝতে পারে না, যা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয় এবং তাই তা বিভ্রান্তিজনক। কেউই তোমার বিশেষ কৃপার অথবা বিদ্বেষের পাত্র নয়। মানুষ কেবল অজ্ঞাতবশত মনে করে যে তুমি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ।

- শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"লোকে মনে করে ভগবান পক্ষপাতদুষ্ট"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না।
- দৃষ্টান্ত – সূর্য কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। কিন্তু সূর্যের আলোর সদ্ব্যবহার করে কখনো কখনো পাথর মূল্যবান হয়ে ওঠে, আবার কোন অন্ধ ব্যক্তি সেই আলো সত্ত্বেও সূর্যকে দেখতে পায় না।
- মিশ্রভক্ত – আর্ত, অর্থার্থী, জ্ঞানী এবং জিজ্ঞাসু সাময়িকভাবে ভগবানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তারা আংশিক কৃপা প্রাপ্ত।
- শুদ্ধভক্ত – পূর্ণরূপে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত। তারা পূর্ণ কৃপা প্রাপ্ত।
- ভগবানের কৃপা পক্ষপাতহীনভাবে পক্ষপাতপূর্ণ।

---

[9] শ্রীনাথ নারায়ণ বাসুদেব
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রিয় চক্রপাণে...
বক্তুমসমরেথো'পি ন বক্তি কশ্চিৎ
অহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্ ।। (মুকুন্দ-মালা-স্তোত্রং ২৮-২৯)

[10] চৈঃচঃ আদি ১৩.১২৪ পয়ারের শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কৃত অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

🕮 ১.৮.৩০ – ভগবানে বিরোধাত্মক বৈশিষ্ট্যাবলী –

হে বিশ্বাত্মা, তুমি প্রাকৃত কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম কর, তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত এবং সকলের পরমাত্মা হওয়া সত্ত্বেও জন্মগ্রহণ কর। তুমি পশু, মানুষ, ঋষি এবং জলচর কুলে অবতরণ কর। স্পষ্টতই এ সমস্ত অত্যন্ত বিমোহিতকর।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের লীলা কেবল বিমোহিতকরই নয়, তা আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধভাবসমন্বিতও।[11,12]

🕮 ১.৮.৩১ – স্বয়ং ভয়েরও ভয়স্বরূপ ভগবানের ভীতি –

হে কৃষ্ণ, দধিভাণ্ড ভঙ্গ করার অপরাধে যশোদা যখন তোমাকে বন্ধন করার জন্য রজ্জু গ্রহণ করেছিলেন, তখন তোমার নয়ন অশ্রুর দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল এবং তা তোমার নয়নের অঞ্জন বিধৌত করেছিল। স্বয়ং ভয়েরও ভয়স্বরূপ তুমি তখন ভয়ে ভীত হয়েছিলে। তোমার সেই অবস্থা আমার কাছে এখনও বিমোহিতকর।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এখানে ভগবানের লীলাজনিত মোহের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে ভগবানের পরম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শুদ্ধভক্তের কাছে খেলার সামগ্রী হওয়ার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।[13]

৩২-৩৬ - ভগবানের অবির্ভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

🕮 ১.৮.৩২ – পুণ্যবান রাজাদের কীর্তি বর্ধনার্থে ও প্রিয়ভক্ত যদুর আনন্দ বিধানার্থে –

কেউ কেউ বলেন পুণ্যবান রাজাদের মহিমান্বিত করার জন্য অজ জন্মগ্রহণ করেছে, এবং কেউ কেউ বলেন তোমার অন্যতম প্রিয়ভক্ত যদুর আনন্দ বিধানের জন্য তুমি জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও যদু বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। মলয় পর্বতের যশ বৃদ্ধির জন্য যেমন সেখানে চন্দন বৃক্ষের জন্ম হয়, তেমনই তুমি মহারাজ যদুর বংশে জন্মগ্রহণ করেছ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যেহেতু জগতে ভগবানের আবির্ভাব বিমোহিতকর, তাই এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে।
- সূর্য সর্বদা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যেমন মানুষের দৃষ্টিতে পূর্ব দিগন্তে উদিত হচ্ছে বলে মনে হয়, তেমনি ভগবানও জন্মরহিত।

🕮 ১.৮.৩৩ – বসুদেব-দেবকীর প্রার্থনায় ও অসুর সংহারার্থে ভগবৎ-আবির্ভাব –

অন্য কেউ কেউ বলেন যে বসুদেব এবং দেবকী তোমার কাছে প্রার্থনা করায় তুমি তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত, তথাপি তুমি তাঁদের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং দেববিদ্বেষী অসুরদের সংহার করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছ।

🕮 ১.৮.৩৪ – ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভূভার হরণার্থে ভগবৎ-আবির্ভাব –

অন্যেরা বলেন যে সমুদ্রের মধ্যে নৌকার মতো পৃথিবী অতি ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে দারুণভাবে পীড়িত হলে তোমার পুত্র ব্রহ্মা তোমার কাছে প্রার্থনা জানায়, আর তাই তুমি সেই ভার হরণ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বিষ্ণু → পদ্মনাভ
- ব্রহ্মা → আত্মভূ (তিনি সরাসরি তাঁর পিতার থেকে মাতা লক্ষ্মীদেবীর সংস্পর্শ ব্যতীতই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।)
- ভগবানের চিন্ময় অঙ্গের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ অন্য প্রত্যঙ্গের কার্য করতে সক্ষম।

🕮 ১.৮.৩৫ – বদ্ধজীবের উদ্ধারের জন্য ভক্তিযোগ পুনঃপ্রবর্তনার্থে –

আবার অন্য আরও অনেকে বলেন যে অবিদ্যাজনিত কাম এবং কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধজীবেরা যাতে ভক্তিযোগের সুযোগ নিয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রবণ, স্মরণ, অর্চন আদি ভক্তিযোগের পন্থাসমূহ পুনঃপ্রবর্তনের জন্য তুমি অবতরণ করেছিলে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানই ধর্ম প্রবর্তন করেন।[14]
- প্রকৃত ধর্ম – ভগবানকে পরমেশ্বর রূপে স্বীকার করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে তাঁর সেবা করা।
- অবিদ্যা – কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জীবেরা জড় ধারণার প্রভাবে ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে যায়। এই বাসনাকে বলা হয় অবিদ্যা।
- অবিদ্যা → বিকৃত যৌন জীবন → জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন → ত্রিতাপ ক্লেশ।
- অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় – নববিধা ভক্তি।
- **সারার্থ দর্শিনী** - এই শ্লোকে কুন্তীদেবী তাঁর নিজ মত বলছেন।

🕮 ১.৮.৩৬ – জন্মমৃত্যুর প্রবাহ নিবৃত্ত-কারী ভগবৎ-পাদপদ্ম দর্শনের যোগ্যতা –[15]

হে শ্রীকৃষ্ণ, যাঁরা তোমার অপ্রাকৃত চরিত-কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, স্মরণ করেন, এবং অবিরাম উচ্চারণ করেন, অথবা অন্যে তা করলে আনন্দিত হন, তাঁরা অবশ্যই তোমার শ্রীপাদপদ্ম অচিরেই দর্শন করতে পারেন, যা একমাত্র জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকে নিবৃত্ত করতে পারে।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "কিভাবে জন্ম-মৃত্যু নিবৃত্ত করা যায়"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের দর্শন → বদ্ধদৃষ্টির দ্বারা সম্ভব নয়।
- উপযুক্ত দৃষ্টি লাভ → ভগবদ্ভক্তির দ্বারা, যা শুরু হয় উপযুক্ত সূত্র থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে।
- শ্রবণের বিধি যখন যথাযথ এবং পূর্ণ হয় তখন অন্যান্য পন্থাগুলিও আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়।

---

[11] কর্মানী অনীহস্য ভবো'ভবস্যতে ... ভাগবত ৩.৪.১৬

[12] ভগবানের 'বিরোধভঞ্জিকা' নামক একটি শক্তি আছে।

[13] চৈঃচঃ আদি৪.২১-২২ –
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ-ভক্তি ॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥

[14] ধর্মং তু সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতং ... ভাগবত ৬.৩.১৯

[15] সূত্র – সেই ভক্তিযোগের পন্থা কি তা বলছেন।

- কখনই মনে করা উচিত নয় যে, পাণ্ডবদের সাথে ভগবানের আচরণ গোপিকাদের সাথে ভগবানের আচরণের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ।

৩৭-৪৩ - আরও অধিক সঙ্গের জন্য প্রার্থনা

১.৮.৩৭ – শত্রু-সংকুল পরিস্থিতিতে পরিত্যাগ না করতে ভগবানকে অনুনয় –

হে প্রভু, তুমি তোমার সমস্ত কর্তব্য স্বয়ং সম্পাদন করেছ। যদিও আমরা সর্বতোভাবে তোমার কৃপার উপর নির্ভরশীল এবং তুমি ছাড়া আমাদের রক্ষা করার আর কেউ নেই, এবং যখন সমস্ত রাজারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ, সেই অবস্থায় তুমি কি আজ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অনাথ – যারা ভ্রান্তভাবে ভগবান থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার চেষ্টা করে।
- সনাথ – যারা ভগবানের ইচ্ছার উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল।[16]
- সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র হওয়ার বাসনাটি হচ্ছে ভবরোগের মূল কারণ।

১.৮.৩৮ – ভগবৎ-অদর্শনে অসহায় জীব –

জীবাত্মার প্রয়াণ ঘটলেই যেমন কোন দেহের নাম ও যশ শেষ হয়ে যায়, তেমনই তুমি যদি আমাদের না দেখ তাহলে আমাদের সমস্ত যশ ও কীর্তি পাণ্ডব এবং যদুদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে।

১.৮.৩৯ – ভগবৎ-পাদপদ্মের চিহ্নাঙ্কিত রাজ্য –

হে গদাধর (শ্রীকৃষ্ণ), আমাদের রাজ্য এখন তোমার শ্রীপাদপদ্মের সুলক্ষণযুক্ত চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয়ে শোভা পাচ্ছে; কিন্তু তুমি চলে গেলে আর তেমন শোভা পাবে না।

১.৮.৪০ – ভগবানের শুভ দৃষ্টিপাতের ফল - সমৃদ্ধ জনপদ –

এই সমস্ত জনপদ সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, কারণ প্রভূত পরিমাণে শস্য ও ঔষধি উৎপন্ন হচ্ছে, বৃক্ষসমূহ পরিপক্ক ফলে পূর্ণ হয়েছে, নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছে, গিরিসমূহ ধাতুতে পূর্ণ হয়েছে এবং সমুদ্র সম্পদে পূর্ণ হয়েছে। আর এ সবই হয়েছে সেগুলির উপর তোমার শুভ দৃষ্টিপাতের ফলে।

- শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **“প্রাকৃতিক সমৃদ্ধি বনাম শিল্পসমৃদ্ধির নরক”**

১.৮.৪১ – স্বজন-স্নেহ ছিন্ন করার প্রার্থনা –

হে জগদীশ্বর, হে সর্বান্তর্যামী, হে বিশ্বরূপ, দয়া করে তুমি আমার আত্মীয়-স্বজন, পাণ্ডব এবং যাদবদের প্রতি গভীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে দাও।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শুদ্ধভক্ত তাঁর পরিবারের সীমিত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে সমস্ত বিস্তৃত আত্মাদের জন্য ভক্তিযোগে তাঁর সেবার পরিধি বিস্তার করেন।
- আদর্শ দৃষ্টান্ত – ষড়গোস্বামীগণ, যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরন করেছিলেন।
- পারিবারিক স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করার অর্থ হচ্ছে কার্যকলাপের পরিধি বিস্তার করা। তা না করে কেউই রাজা, ব্রাহ্মণ, জননেতা অথবা ভগবদ্ভক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না।

১.৮.৪২ – ভগবানে নিরন্তর আকৃষ্ট একনিষ্ঠ মতি –

হে মধুপতি, গঙ্গা যেমন অপ্রতিহতভাবে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তেমনই আমার একনিষ্ঠ মতি যেন নিরন্তর তোমাতেই আকৃষ্ট হয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শুদ্ধভক্তির পূর্ণতা – তখনই লাভ হয় যখন সমস্ত চেতনা ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রতি একাগ্রীভূত হয়।
- একটি জীব সে যাই হোক না কেন, অন্যের প্রতি তাঁর স্নেহের অনুভূতি অবশ্যই থাকবে, কেননা সেটিই হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। বাসনা, ক্রোধ, লোভ, আকর্ষণ ইত্যাদি জীবনের লক্ষণগুলিকে বিনাশ করা যায় না। কেবল তার উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে হয়।
- ভগবদ্ভক্তি – যখন এই বাসনা ভগবানের সেবায় যুক্ত করা হয় তখন তাকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি।

১.৮.৪৩ – শ্রীকৃষ্ণ স্তুতির সারমর্ম –

হে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনের সখা, হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে উৎপাতকারী রাজন্যবর্গের তুমি বিনাশকারী। তুমি অক্ষয় বীর্য, তুমি গোলোকাধিপতি। গাভী, ব্রাহ্মণ এবং ভক্তদের দুঃখ দূর করার জন্য তুমি অবতরণ কর। তুমি যোগেশ্বর, জগদ্গুরু, সর্বশক্তিমান ভগবান, এবং তোমাকে আমি বারবার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

- শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **“অসুরভাবাপন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীদের শ্রীকৃষ্ণ বিনাশ করেন”**

১.৮.৪৪ – মৃদু হাস্যের দ্বারা ভগবানের মনোমুগ্ধকর প্রত্যুত্তর –

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে সুনির্বাচিত শব্দমালার দ্বারা রচিত কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাবে শ্রবণ করে মৃদু হাসলেন। সেই হাসি তাঁর যোগশক্তির মতোই ছিল মনোমুগ্ধকর।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এই জগতে যা কিছু আকর্ষণীয় বা মনোমুগ্ধকর, তা ভগবানের অভিব্যক্তি বলে কথিত হয়।
- ভগবান উত্তমশ্লোক নামে খ্যাত।
- মায়া শব্দটি মোহ এবং কৃপা দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এখানে তা কুন্তী দেবীর প্রতি ভগবানের কৃপা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪৫-৫২ - সন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরের সাথে শ্রীকৃষ্ণের আদান-প্রদান

১.৮.৪৫ – মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রেমভরা অনুনয়ের দ্বারা গমনোদ্যত ভগবানকে নিবারণ –

শ্রীমতি কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাবে গ্রহণ করে পরমেশ্বর ভগবান পরে হস্তিনাপুরের প্রাসাদে প্রবেশপূর্বক অন্যান্য মহিলাদের তাঁর বিদায়ের কথা জানালেন। কিন্তু তিনি গমনোদ্যত হলে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রেমভরে অনুনয় করে নিবারণ করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- প্রেমপূর্ণ স্নেহই ছিল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শক্তি, যা ভগবান উপেক্ষা করতে পারেন নি। ভগবান এভাবেই জিত হন, অন্য কোন উপায়ে নয়।

১.৮.৪৬ – মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশান্তি –

ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিগণ এবং অদ্ভুতকর্মা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাস আদি শাস্ত্রসমূহের প্রমাণ উল্লেখপূর্বক উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও শোকসন্তপ্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির শান্তি পেলেন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অদ্ভুতকর্মা – ভগবান যুধিষ্ঠিরের হৃদয়স্থিত পরমাত্মারূপে আরও অদ্ভুত কার্য করেছিলেন। তা হচ্ছে তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর নিজের বাক্যের দ্বারা

[16] চৈঃচঃ মধ্য ১.২০৬ ভবন্তমেবানুচরং নিরন্তর ... সনাথ জিবীতম্ ।।

শান্ত হতে দেন নি। কারণ তিনি চেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির যাতে তাঁর মহান ভক্ত মৃত্যু পথযাত্রী ভীষ্মদেবের কাছ থেকে শ্রবণ করেন।

🕮 ১.৮.৪৭ – আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের মৃত্যুতে শোকাভিভূত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উক্তি –

হে মুনিগণ, ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের মৃত্যুতে সাধারণ জাগতিক মানুষের মতো শোকাভিভূত হয়েছিলেন, এবং এইভাবে স্নেহ ও মোহের বশীভূত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন।

🕮 ১.৮.৪৮ – মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আত্মদোষারোপ - বহু বহু অক্ষৌহিণী সেনা বধ –

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন, হায় ! আমি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ! আমার হৃদয় গভীর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন ! এই দেহ, যা অবশেষে অন্যদের ভক্ষ্য, তারই জন্য আমি বহু বহু অক্ষৌহিণী সেনা বধ করেছি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শরীর প্রকৃতপক্ষে অন্যের উপকারের জন্য।
- যতক্ষণ প্রাণ থাকে → পরোপকার।
- মৃত্যুর পর → কুকুর শৃগালের ভক্ষ্য।
    - ✿ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "যুদ্ধে নিহত ৬৪,০০,০০,০০০ জনের জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শোক"**

🕮 ১.৮.৪৯ – মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আত্মদোষারোপ – স্বজন বধ, অতএব নরক বাস আসন্ন –

আমি বহু বালক, ব্রাহ্মণ, সুহৃদ, সখা, পিতৃব্য, গুরুজন এবং ভ্রাতাদের বধ করেছি। তাই এই সমস্ত পাপের ফলে আমার জন্য যে নরক বাস আসন্ন, লক্ষ লক্ষ বছর জীবিত থাকলেও তা থেকে আমার মুক্তি হবে না।

🕮 ১.৮.৫০ – মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আত্মদোষারোপ – শাস্ত্র-অনুশাসন আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় –

ন্যায়সঙ্গত কারণে প্রজাপালক রাজা শত্রু বধ করলে কোন পাপ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রের এই সমস্ত অনুশাসন আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

🕮 ১.৮.৫১ –মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আত্মদোষারোপ– শত্রুতা সৃষ্টি –

আমি স্ত্রীলোকদের বহু পতি ও বান্ধবকে বধ করেছি, এবং এইভাবে আমি এতই শত্রুতার সৃষ্টি করেছি যে জড়জাগতিক কল্যাণ সাধনের দ্বারা তা অপনোদন করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কর্ম একই সঙ্গে ক্রিয়া এবং তাঁর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে অনুষ্ঠাতাকে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে।
- গীতা ৯.২৭-২৮ এ এই কর্ম থেকে মুক্তির উপায় বলা হয়েছে –
    - ❊ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করা।

🕮 ১.৮.৫২ – নরহত্যাজনিত পাপ অপ্রতিরুদ্ধ

কর্দমের দ্বারা যেমন কর্দমাক্ত জল পরিশ্রুত করা যায় না অথবা সুরার দ্বারা যেমন সুরা-কলঙ্কিত পাত্র পবিত্র করা যায় না, তেমনই যজ্ঞে পশুবধ করে নরহত্যাজনিত পাপও রোধ করা যায় না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ❊ কলি যুগের যজ্ঞ – হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞ।
- ❊ কিন্তু তা বলে পশুহত্যা করা তা থেকে মুক্ত হবার জন্য হরিনাম যজ্ঞ করা উচিত নয়।